Manusher Jonno
Foundation

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (MJF)
মিডিয়া ফেলোশিপের জন্য টার্মস অব রেফারেন্স (ToR)

সম্পৃক্ততার ধরন	আঞ্চলিক ও জাতীয় গণমাধ্যমে (প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন) কর্মরত পার্বত্য চট্টগ্রাম (CHT)-এর স্থানীয় রিপোর্টার ও সাংবাদিকদের জন্য মিডিয়া ফেলোশিপ।
মিডিয়া ফেলোশিপের উদ্দেশ্য	মিডিয়া ফেলোশিপটি পার্বত্য চট্টগ্রামে (CHT) উন্নয়ন সাংবাদিকতাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত, যা সাংবাদিকদের স্থানীয় উন্নয়ন বাস্তবতা সম্পর্কে উপলব্ধি বৃদ্ধি এবং তথ্য-প্রমাণভিত্তিক ও মানবকেন্দ্রিক প্রতিবেদন প্রকাশে উৎসাহিত করবে। এর লক্ষ্য হলো কমিউনিটির কন্ঠস্বরকে আরও শক্তিশালী করা, তৃণমূল পর্যায়ের চ্যালেঞ্জ ও সহনশীলতার বিষয়গুলো নথিভুক্ত করা, এবং PRLC-এর কার্যক্রম, অর্জন ও শিক্ষাগুলোর দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি করা।
প্রকল্পের নাম	Partnership for Resilient Livelihoods in CHT Region **(PRLC)**
প্রকল্পের লক্ষ্য	বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের (CHT) তিনটি জেলায় অতি দরিদ্র পরিবারগুলোর দারিদ্র্য হ্রাস এবং সহনশীল জীবিকা উন্নয়নে অবদান রাখা।
প্রকল্পের উপাদান	১. সহনশীল জীবিকা ২. পুষ্টি ৩. সামাজিক সুরক্ষা ৪. অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দরিদ্রবান্ধব উন্নয়নের জন্য অ্যাডভোকেসি ও নীতিগত সম্পৃক্ততা
প্রকল্প এলাকা	রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলার ৮টি উপজেলা।
প্রকল্পের মেয়াদ	জানুয়ারি ২০২৩ – ডিসেম্বর ২০২৬
প্রকল্পের সুবিধাভোগী	মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	ইউরোপীয় ইউনিয়ন
প্রস্তাব জমাদানের তারিখ	২০ জুন ,২০২৬

১. পটভূমি

পার্বত্য চট্টগ্রাম (CHT), যা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলা নিয়ে গঠিত, একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত বৈচিত্র্যময় অঞ্চল। প্রাকৃতিক সম্পদ ও আদিবাসী ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম টেকসই জীবিকা, বাজারে প্রবেশাধিকার এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির সাথে সম্পর্কিত স্থায়ী উন্নয়ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জীবিকা মূলত কৃষি, ঝুম চাষ, উদ্যানচর্চা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার উপর নির্ভরশীল। তবে উৎপাদনশীল জমি, অবকাঠামো, শিক্ষা ও বাজারে সীমিত প্রবেশাধিকার—এবং জলবায়ু ঝুঁকির কারণে আয়-উপার্জনের সুযোগ ও সহনশীলতা এখনো সীমাবদ্ধ রয়েছে।

এই সমস্যাগুলো মোকাবিলার জন্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (MJF) কর্তৃক নয়টি স্থানীয় অংশীদার সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত “পার্টনারশিপ ফর রেজিলিয়েন্ট লাইভলিহুডস ইন দ্য চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস (PRLC)” প্রকল্প (২০২৩–২০২৬) পার্বত্য তিন জেলায় আটটি উপজেলার ২০,০০০ দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবারকে তিনটি প্রোগ্রাম্যাটিক ফলাফলের মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন ও সহনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে।
১) সহনশীল জীবিকা

২) পুষ্টি
৩) সামাজিক সুরক্ষা

PRLC প্রকল্পের আওতায়, পার্বত্য তিন জেলায় আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের (প্রিন্ট/ইলেকট্রনিক/অনলাইন) গণমাধ্যমে কর্মরত ছয় (৬) জন স্থানীয় রিপোর্টার/সাংবাদিকের জন্য একটি মিডিয়া ফেলোশিপ প্রদান করা হবে। এই ফেলোশিপের লক্ষ্য হলো সাংবাদিকদের উন্নয়নমূলক ইস্যু সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি করা এবং কমিউনিটির বাস্তবতা ও প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে তথ্য-প্রমাণভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরিতে উৎসাহিত করে উন্নয়নকেন্দ্রিক সাংবাদিকতাকে শক্তিশালী করা।

২. মিডিয়া ফেলোশিপের উদ্দেশ্য

PRLC প্রকল্পের আওতাধীন মিডিয়া ফেলোশিপটি কৌশলগতভাবে উন্নয়ন যোগাযোগ ও জনজবাবদিহিতা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত, যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম (CHT) থেকে প্রাপ্ত প্রমাণসমূহকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে স্থানীয় সাংবাদিকদের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে অবস্থান নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পের সহনশীল জীবিকা, পুষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা এবং নীতিগত অ্যাডভোকেসি উন্নয়নের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

- স্থানীয় সাংবাদিকদের বিশ্লেষণমূলক, নৈতিক ও প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন তৈরির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জসমূহ—বিশেষ করে দারিদ্র্য, জলবায়ু ঝুঁকি, বাজারে প্রবেশে সীমাবদ্ধতা এবং আন্তঃসম্পর্কিত সামাজিক বৈষম্য—তথ্য-প্রমাণভিত্তিক ও কমিউনিটি-অভিজ্ঞতাভিত্তিক বর্ণনার মাধ্যমে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন।
- PRLC প্রকল্পের কার্যক্রমের দৃশ্যমানতা ও নীতিগত প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি করা, যাতে সাংবাদিকরা মাঠপর্যায়ের তথ্যভিত্তিক বিশ্বাসযোগ্য কনটেন্ট তৈরি করতে পারেন; যা শুধু প্রকল্পের ফলাফল ও শেখাগুলো তুলে ধরবে না, বরং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাব ফেলা বিদ্যমান ঘাটতি, কাঠামোগত বাধা এবং উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলোকেও সমালোচনামূলকভাবে তুলে ধরবে।

---

৩. কার্যপরিধি (Scope of Work)

এই ফেলোশিপের আওতায় নির্বাচিত সাংবাদিকরা একটি কাঠামোবদ্ধ ও মাঠকেন্দ্রিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন, যা তৃণমূল বাস্তবতা এবং জাতীয় পর্যায়ের আলোচনার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে। কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হলো:

- **অরিয়েন্টেশন ও প্রাসঙ্গিক ধারণা প্রদান:** নির্বাচিত ফেলোরা একটি কাঠামোবদ্ধ অরিয়েন্টেশন সেশনে অংশগ্রহণ করবেন, যাতে তারা PRLC প্রকল্পের লক্ষ্য, কার্যক্রমের ক্ষেত্র, প্রধান ফলাফল এবং লিঙ্গ সমতা, জলবায়ু সহনশীলতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি মতো ক্রস-কাটিং অগ্রাধিকারসমূহ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা অর্জন করতে পারেন।
- **গভীর মাঠপর্যায়ের সম্পৃক্ততা ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ:** ফেলোরা ৭ দিনের একটি নিবিড় মাঠভ্রমণ পরিচালনা করবেন, যেখানে তারা প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী, স্থানীয় নেতা, সেবা প্রদানকারী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবেন। এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ এবং নৈতিক গল্প বলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, যাতে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা যায়।
- **উন্নয়নগত গতিশীলতার শনাক্তকরণ ও বিশ্লেষণ:** ফেলোরা জীবিকা, পুষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা এবং জলবায়ু সহনশীলতার সাথে সম্পর্কিত প্রধান উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ ও সুযোগসমূহ সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ ও নথিভুক্ত করবেন। এতে কাঠামোগত বাধা, উদীয়মান ভালো অনুশীলন এবং সেবা প্রদান বা নীতি বাস্তবায়নের ঘাটতি শনাক্ত করা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- **উচ্চমানের তথ্য-প্রমাণভিত্তিক মিডিয়া কনটেন্ট প্রস্তুত:** ফেলোরা অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন, মানবিক গল্প এবং অডিও-ভিজ্যুয়াল ফিচারসহ আকর্ষণীয় ও দায়িত্বশীল মিডিয়া কনটেন্ট তৈরি করবেন, যা PRLC প্রকল্পের প্রভাব এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তর সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে তুলে ধরবে।
- **ক্রস-কাটিং ও আন্তঃসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির সংযোজন:** সকল আউটপুটে লিঙ্গ-সংবেদনশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সংঘাত-সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হতে হবে, যাতে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, যুবসমাজ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ বিভিন্ন পরিচয়ের যথাযথ উপস্থাপন নিশ্চিত হয়।
- **উন্নয়ন আলোচনায় অবদান:** আঞ্চলিক ও জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশের মাধ্যমে ফেলোরা স্থানীয় বাস্তবতাকে বৃহত্তর নীতিগত ও উন্নয়ন আলোচনার সাথে যুক্ত করবেন, যা অ্যাডভোকেসি ও জ্ঞান বিনিময়ে সহায়তা করবে।

---

৪. ডেলিভারেবলস (Deliverables)

প্রতিটি ফেলোকে এমন আউটপুট প্রদান করতে হবে যা বিশ্লেষণমূলক গভীরতা, নৈতিক সততা এবং উন্নয়ন আলোচনায় অবদান নিশ্চিত করে। ডেলিভারেবলসমূহ আউটপুট-লেভেল ফলাফল এবং আউটকাম-লেভেল অবদান—উভয়ভাবে উপস্থাপিত:

- **মিডিয়া কনটেন্ট প্রস্তুত (আউটপুট স্তর):**
  - কমপক্ষে দুই (২)টি প্রকাশিত/প্রচারিত মিডিয়া প্রতিবেদন (প্রিন্ট, অনলাইন বা ইলেকট্রনিক), যা মাঠভিত্তিক প্রমাণের উপর ভিত্তি করে এবং PRLC-এর বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্র (সহনশীল জীবিকা, পুষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
  - কনটেন্ট কেবল বর্ণনামূলক হবে না; এতে অন্তর্নিহিত কারণ, কমিউনিটির দৃষ্টিভঙ্গি এবং নীতি ও বাস্তবায়নের প্রভাব বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
  - প্রকাশের পূর্বে সকল কনটেন্ট নির্ধারিত MJF ফোকাল পারসন দ্বারা পর্যালোচনা করতে হবে, যাতে তথ্যের সঠিকতা ও নৈতিক মান নিশ্চিত হয়।
- **কৌশলগত যোগাযোগ আউটপুট (দৃশ্যমানতা ও সম্পৃক্ততা):**
  - অন্তত দুই (২)টি অতিরিক্ত কাস্টমাইজড কনটেন্ট (যেমন: সংক্ষিপ্ত গল্প বা অডিও-ভিজ্যুয়াল ক্লিপ), যা MJF-এর ডিজিটাল ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারের জন্য তৈরি হবে এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করবে।
- **মাঠ অভিজ্ঞতার নথিবদ্ধকরণ (শেখা ও জবাবদিহিতা):**
  - একটি সংক্ষিপ্ত অগ্রগতি/সাফল্য প্রতিবেদন জমা দিতে হবে, যেখানে থাকবে:
    - মাঠ অভিজ্ঞতা ও সম্পৃক্ততার প্রক্রিয়া
    - প্রধান ফলাফল, যার মধ্যে কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ ও ভালো অনুশীলন
    - লিঙ্গ, অন্তর্ভুক্তি ও আন্তঃসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে প্রতিফলন
    - নীতি বা প্রোগ্রাম উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ
- **প্রমাণ ও ট্রেসেবিলিটি জমা:**
  - সকল প্রকাশিত বা প্রচারিত উপকরণের লিংক, কপি বা রেকর্ড প্রদান করতে হবে, যাতে ডকুমেন্টেশন, যাচাই এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয়।

---

৫. নির্বাচন মানদণ্ড (Selection Criteria)

মিডিয়া ফেলো নির্বাচন একটি স্বচ্ছ, মেধাভিত্তিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে, যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও ভৌগোলিক এলাকার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়।

- **ভৌগোলিক প্রাসঙ্গিকতা ও স্থানীয় জ্ঞান:**
  - অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রামের (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি বা বান্দরবান) যেকোনো একটি জেলায় অবস্থানকারী হতে হবে এবং স্থানীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও উন্নয়নগত প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।
- **মিডিয়া ক্ষেত্রে পেশাগত সম্পৃক্ততা:**
  - আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ের প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক বা অনলাইন মিডিয়ার সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতে হবে এবং কনটেন্ট প্রকাশ/প্রচারের সক্ষমতা থাকতে হবে।
- **উন্নয়ন ও জনস্বার্থ সাংবাদিকতায় আগ্রহ:**
  - দারিদ্র্য, জীবিকা, জলবায়ু পরিবর্তন, শাসনব্যবস্থা, মানবাধিকার বা আদিবাসী ইস্যু নিয়ে প্রতিবেদন তৈরিতে প্রমাণিত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
- **পূর্ববর্তী কাজের মান ও পোর্টফোলিও:**
  - প্রকাশিত/প্রচারিত কাজের প্রমাণ থাকতে হবে, যা বিশ্বাসযোগ্যতা, নৈতিক মান এবং গল্প বলার দক্ষতা প্রদর্শন করে।
- **অঙ্গীকার ও সময় প্রদান:**
  - নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফেলোশিপের সকল কার্যক্রম, মাঠভ্রমণ ও কনটেন্ট প্রস্তুতিতে অংশগ্রহণের সক্ষমতা ও ইচ্ছা থাকতে হবে।
- **বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তি (অগ্রাধিকার ভিত্তিক):**
  - যোগ্যতা সমান হলে নিম্নলিখিতদের বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে:
    - নারী সাংবাদিক
    - আদিবাসী/জাতিগত জনগোষ্ঠীর সাংবাদিক

- প্রত্যন্ত বা সুবিধাবঞ্চিত এলাকার নবীন সাংবাদিক

এই উদ্যোগটি উন্নয়নমূলক গল্প বলায় বৈচিত্র্যময় বর্ণনা ও ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য।

.

৬. প্রকল্প টিমের ভূমিকা (Role of Project TEAM)

PRLC প্রকল্প টিম একটি সহায়ক, সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক এবং গুণগত মান নিশ্চিতকারী ভূমিকা পালন করবে, যাতে ফেলোরা সমর্থন পান এবং একই সাথে প্রতিবেদনের স্বাধীনতা ও নৈতিক মান বজায় থাকে।

- **সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অরিয়েন্টেশন (প্রত্যক্ষ বা ভার্চুয়াল):** PRLC প্রকল্পের হস্তক্ষেপ, বিষয়ভিত্তিক অগ্রাধিকার এবং লিঙ্গ সমতা, অন্তর্ভুক্তি ও জলবায়ু সহনশীলতা মতো ক্রস-কাটিং বিষয়সমূহ সম্পর্কে ফেলোদের ধারণা গড়ে তুলতে একটি কাঠামোবদ্ধ অরিয়েন্টেশন সেশন ডিজাইন ও পরিচালনা করা।
- **সহায়তা ও সমন্বয়:** স্থানীয় অংশীদার ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা, যাতে ফেলোরা প্রকল্প এলাকা, কমিউনিটি এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যের সহজ প্রবেশাধিকার পান।
- **সেফগার্ডিং ও নৈতিক তদারকি:** নৈতিক প্রতিবেদন, সেফগার্ডিং মানদণ্ড এবং কমিউনিটি সম্পৃক্ততার প্রোটোকল সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করা, যাতে ক্ষতি, ভুল উপস্থাপন বা শোষণ প্রতিরোধ করা যায়।
- **প্রযুক্তিগত সহায়তা ও গুণগত মান নিশ্চিতকরণ:** মিডিয়া আউটপুট (তথ্যের সঠিকতা ও নৈতিক সম্মতি যাচাইয়ের জন্য, সম্পাদকীয় নিয়ন্ত্রণ নয়) পর্যালোচনা করা এবং গুণগত মান উন্নয়নে গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া প্রদান করা।
- **মনিটরিং, শেখা ও নথিবদ্ধকরণ:** ফেলোদের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা, মূল শিক্ষাগুলো নথিবদ্ধ করা এবং PRLC-এর যোগাযোগ ও অ্যাডভোকেসি কৌশলে অন্তর্দৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত করা।
- **স্বীকৃতি ও জবাবদিহিতা:** ফেলোশিপ সম্পন্নের সনদ প্রদান করা এবং সম্মত ডেলিভারেবল অনুযায়ী স্বচ্ছ ও সময়মতো সম্মানী প্রদান নিশ্চিত করা।

---

৭. ফেলোদের ভূমিকা (Role of Fellows):

ফেলোদের স্বাধীন, নৈতিক এবং দায়িত্বশীল গল্পকার হিসেবে কাজ করার প্রত্যাশা করা হয়, যারা উন্নয়ন আলোচনায় অবদান রাখবে এবং পেশাদার সাংবাদিকতার মান বজায় রাখবে।

মূল দায়িত্বসমূহ:

- **সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা:** অরিয়েন্টেশন, মাঠভ্রমণ এবং প্রতিফলনমূলক কার্যক্রমসহ ফেলোশিপের সকল কার্যক্রমে পূর্ণাঙ্গভাবে অংশগ্রহণ করা।
- **নৈতিক ও সংঘাত-সংবেদনশীল প্রতিবেদন:** বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে সঠিকতা, ন্যায্যতা, অবহিত সম্মতি এবং "ক্ষতি না করা (do no harm)" নীতি অনুসরণ করা।
- **উচ্চমানের আউটপুট প্রস্তুত:** নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্মত মিডিয়া কনটেন্ট প্রদান করা, যাতে বিশ্লেষণমূলক গভীরতা, অন্তর্ভুক্তি এবং ফেলোশিপের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বজায় থাকে।
- **লিঙ্গ ও আন্তঃসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির সংযোজন:** প্রতিবেদনে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, যুবসমাজ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ বিভিন্ন গোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় কণ্ঠস্বর ও অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করা নিশ্চিত করা।
- **লজিস্টিক দায়িত্ব ও পেশাদার আচরণ:** মাঠকাজের জন্য প্রয়োজনীয় যাতায়াত, আবাসন এবং সরঞ্জাম (ক্যামেরা, কম্পিউটার/ল্যাপটপ ইত্যাদি) নিজ দায়িত্বে ব্যবস্থাপনা করা এবং পুরো কার্যক্রমে পেশাদার আচরণ বজায় রাখা।
- **শেখা ও প্রতিফলনে অবদান:** মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ এবং অর্জিত শিক্ষা নথিবদ্ধ ও শেয়ার করা, যা ভবিষ্যৎ শেখা ও প্রোগ্রাম উন্নয়নে সহায়তা করবে।

৮. ফেলোশিপের মেয়াদ

ফেলোশিপটি ২০২৬ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে শুরু হবে এবং আগস্ট মাসের মধ্যভাগে শেষ হবে। ফেলোদের কার্যক্রম নিম্নরূপ হবে।

কার্যক্রম	সময়কাল	সম্ভাব্য সময়রেখা	দায়িত্ব
নির্বাচিত ফেলোদের জন্য একদিনের অরিয়েন্টেশন	১ দিন	২০২৬ সালের জুলাই মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে	PRLC প্রকল্প টিম
ফেলোদের দ্বারা কমিউনিটি পর্যায়ে মাঠভ্রমণ	৭ দিন	২০২৬ সালের জুলাই মাসের ৩য় সপ্তাহের মধ্যে	ফেলোস'রা
কনটেন্ট চূড়ান্তকরণ		২০২৬ সালের আগস্ট মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে	ফেলোস'রা
তাদের নিজ নিজ গণমাধ্যমে কনটেন্ট প্রকাশ ও সম্প্রচার		২০২৬ সালের আগস্ট মাসের ৩য় সপ্তাহের মধ্যে	ফেলোস'রা
একটি অগ্রগতি/সাফল্য প্রতিবেদন জমা দেওয়া এবং কনটেন্টের প্রাসঙ্গিক লিংক বা কপি MJF-এর সাথে শেয়ার করা		২০২৬ সালের আগস্ট মাসের শেষ সম্পাহের মধ্যে	ফেলোস'রা

৮.১: সময়রেখাটি প্রাথমিক/সম্ভাব্য এবং MJF ও ফেলোদের মধ্যে ইনসেপশন মিটিং/অরিয়েন্টেশনের সময় চূড়ান্ত করা হবে।

৯. ফেলোদের মাঠভ্রমণের স্থানসমূহ:

প্রতিটি ফেলো প্রকল্প এলাকার মধ্যে একটি উপজেলায় কমপক্ষে ৫টি গ্রামে (এক বা দুই ধাপে) ৭ দিনের একটি মাঠভ্রমণ পরিচালনা করবেন।

হস্তক্ষেপের এলাকাসমূহ নিম্নরূপ:

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	পাড়ার নাম
খাগড়াছড়ি	গুইমারা	সিন্ধুকছড়ি, হাফছড়ি, গুইমারা সদর	
	লক্ষীছড়ি	বর্মাছড়ি, দুল্যাতলী, লক্ষ্মীছড়ি সদর	
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর	বন্দুকভাঙ্গা, বালুখালী, মাগবান	
	জুরাছড়ি	দুমদুম্যা, মৈদং, বনোযোগিছড়া	
বান্দরবান	লামা	জালিয়া, লামা, সরই, ফাইতং	
	থানচি	রেমাক্রি, থানচি, তিন্দু	

*পাড়ার/গ্রামের নির্দিষ্ট নামসমূহ MJF প্রকল্প টিম অরিয়েন্টেশনের সময় প্রদান করবে।

এই ফেলোশিপের জন্য আবেদনকারী সাংবাদিকদের নিজ নিজ জেলার যেকোনো উপজেলায় কাজ করতে ইচ্ছুক হতে হবে। তাদের MJF কর্তৃক নির্ধারিত উপজেলাগুলোতে মাঠভ্রমণ পরিচালনা করতে হবে। ভ্রমণের সময় কার্যকর সম্পৃক্ততা ও নথিবদ্ধকরণের জন্য তাদের কমিউনিটি পর্যায়ে অবস্থান করতে হবে।

১০. নৈতিক বিবেচনা

সমস্ত মিডিয়া ফেলোকে “do no harm” (ক্ষতি না করা) এবং অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত উচ্চমানের নৈতিক সাংবাদিকতা, সেফগার্ডিং এবং দায়িত্বশীল গল্প বলার মান অনুসরণ করতে হবে।

ফেলোদের প্রতিবেদনে সঠিকতা ও সততা নিশ্চিত করা, অবহিত সম্মতি গ্রহণ করা এবং তারা যেসব কমিউনিটির সাথে কাজ করেন তাদের মর্যাদা, গোপনীয়তা ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে সম্মান করার প্রত্যাশা করা হয়। প্রতিবেদন অবশ্যই সংঘাত-সংবেদনশীল হতে হবে এবং কোনো ধরনের ক্ষতি, ভুল উপস্থাপন বা বৈষম্যকে উৎসাহিত করা যাবে না।

কনটেন্টে লিঙ্গ-সংবেদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করতে হবে, বিশেষ করে নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরতে হবে। ফেলোদের MJF-এর সেফগার্ডিং এবং শিশু সুরক্ষা নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে এবং সংবেদনশীল তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে, প্রয়োজন হলে পরিচয় গোপন রাখতে হবে।

---

১১. ফেলোশিপ সম্মানী (Honorarium):

ফেলোদের সম্পৃক্ততা সহায়তা এবং সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গুইমারা, লক্ষ্মীছড়ি, রাঙামাটি সদর এবং লামা উপজেলায় নির্বাচিত প্রতিটি ফেলোর জন্য ৩০,০০০ টাকা (ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ) এবং থানচি ও জুরাছড়ি উপজেলায় নির্বাচিত প্রতিটি ফেলোর জন্য ৩৫,000 টাকা (ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ) এককালীন ফেলোশিপ ফি প্রদান করা হবে। এই অর্থ মাঠপর্যায়ের কাজ ও কনটেন্ট প্রস্তুতির সাথে সম্পর্কিত ব্যয় যেমন যাতায়াত, আবাসন এবং অন্যান্য লজিস্টিক ব্যয় বহনের জন্য নির্ধারিত।

অর্থ প্রদানের কাঠামো:

- **অগ্রিম প্রদান (৫০%)** মাঠভ্রমণ শুরুর পূর্বে প্রদান করা হবে, যাতে ফেলোরা আর্থিক বাধা ছাড়াই পরিকল্পিত কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারেন।
- **চূড়ান্ত প্রদান (৫০%)** PRLC প্রকল্প টিম কর্তৃক সকল সম্মত ডেলিভারেবল সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর প্রদান করা হবে।

মূল বিবেচ্য বিষয়:

- সম্মানীটি পারফরম্যান্স-ভিত্তিক, যা ToR-এ উল্লেখিত ডেলিভারেবলসমূহের গুণগত মান, পূর্ণতা এবং সময়মতো সম্পাদনের সাথে সম্পর্কিত।
- ফেলোদের নির্ধারিত অর্থের মধ্যে নিজস্ব আর্থিক পরিকল্পনা ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা করতে হবে। সম্মত সম্মানীর বাইরে অতিরিক্ত কোনো ব্যয় প্রকল্প বহন করবে না।
- অর্থ প্রদান প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক নীতি এবং প্রযোজ্য জাতীয় বিধিমালা অনুযায়ী সম্পন্ন হবে, প্রয়োজন অনুযায়ী ট্যাক্স কর্তনসহ।
- এই কাঠামো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত ও প্রান্তিক এলাকার সাংবাদিকদের অংশগ্রহণ সহজ হয়।

---

১২. মূল্যায়ন (Evaluation)

ফেলোশিপটি ফলাফলভিত্তিক এবং শেখাকেন্দ্রিক মূল্যায়ন কাঠামোর মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে, যেখানে EU-সমন্বিত পারফরম্যান্স মানদণ্ড এবং MEAL নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মূল্যায়নে শুধু আউটপুট নয়, বরং কাজের গুণগত মান, অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর প্রভাবও বিবেচনা করা হবে।

মূল মূল্যায়ন ক্ষেত্রসমূহ:

- **মিডিয়া আউটপুটের গুণমান ও বিশ্লেষণ গভীরতা:** কনটেন্ট কতটা তথ্য-প্রমাণভিত্তিক প্রতিবেদন, সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ এবং উন্নয়ন সমস্যা ও PRLC কার্যক্রমের সাথে স্পষ্ট সংযোগ প্রদর্শন করে।
- **লিঙ্গ ও আন্তঃসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির সংযোজন:** কনটেন্টে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, যুবসমাজ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর ও অভিজ্ঞতা কতটা প্রতিফলিত হয়েছে।
- **উন্নয়ন আলোচনায় প্রাসঙ্গিকতা ও অবদান:** কনটেন্টের PRLC বিষয়ভিত্তিক অগ্রাধিকার এবং জাতীয় উন্নয়ন এজেন্ডার সাথে সামঞ্জস্য এবং নীতিগত ঘাটতি, সেবা প্রদানের চ্যালেঞ্জ ও কার্যকর অন্তর্দৃষ্টি তুলে ধরার সক্ষমতা।
- **পরিসর, সম্পৃক্ততা ও দৃশ্যমানতা:** স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও আলোচনার উদ্রেক ঘটানোর ক্ষেত্রে অবদান।
- **অংশগ্রহণ, পেশাদারিত্ব ও নীতিমালা অনুসরণ:** ফেলোশিপের সকল কার্যক্রম ও ডেলিভারেবল সময়মতো সম্পন্ন করা এবং পুরো সময় পেশাদার আচরণ বজায় রাখা।
- **শেখা ও প্রতিফলনমূলক চর্চা:** অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ প্রোগ্রামিং ও যোগাযোগ কৌশলের জন্য সুপারিশ নথিবদ্ধ করে সম্মিলিত শিক্ষায় অবদান রাখা।

---

১৩. সাধারণ ধারা (General Clause)

১৩.১: মালিকানা: সকল ছবি/ভিডিও/কনটেন্ট MJF-এর সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে। সাব-কন্ট্রাক্টিং অনুমোদিত নয়।
১৩.২: দায়মুক্তি: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (MJF) কোনো কারণ ব্যাখ্যা ছাড়াই যে কোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
১৩.৩: তথ্য প্রকাশ: MJF-এর অনুমোদন ছাড়া ফেলোদের সকল তথ্য গোপন রাখতে হবে।
১৩.৪: সেফগার্ডিং নীতি: ফেলোদের MJF-এর সেফগার্ডিং এবং শিশু সুরক্ষা নীতিমালা মেনে চলতে হবে। কোনো লঙ্ঘন ঘটলে চুক্তি বাতিলসহ পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।
১৩.৫: বিরোধ নিষ্পত্তি: এই ToR থেকে উদ্ভূত যে কোনো বিরোধ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে।
১৩.৬: সংশোধনী ধারা: এই ToR কেবলমাত্র উভয় পক্ষের স্বাক্ষরিত লিখিত চুক্তির মাধ্যমে সংশোধন করা যাবে।
১৩.৭: পারফরম্যান্স মানদণ্ড: সকল কাজ ও সেবা নির্ধারিত গুণগত মান অনুযায়ী হতে হবে। কোনো কাজ নিম্নমানের হলে যথাসময়ে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে; তা না হলে জরিমানা বা চুক্তি বাতিল হতে পারে।

---

১৪. আবেদন করার পদ্ধতি (How to Apply)

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার (খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি এবং বান্দরবান) আগ্রহী রিপোর্টার/সাংবাদিকদের জীবনবৃত্তান্ত (CV) এবং একটি ইচ্ছাপত্র (Expression of Interest) (সংযুক্ত ফরম্যাট অনুযায়ী বাংলা বা ইংরেজিতে) সহ আবেদন পাঠানোর জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। আবেদন পাঠাতে হবে lalmohan@manusher.org ঠিকানায় এবং কপি (CC) করতে হবে asad@manusher.org ঠিকানায়। বিষয় হিসেবে উল্লেখ করতে হবে: “Application for Media Fellowship”। শেষ তারিখ: ১৮ জুন, ২০২৬।

১৪.১: প্রয়োজনীয় নথি: ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (TIN)-এর কপি, ট্যাক্স স্বীকৃতি রসিদ/সার্টিফিকেট, NID, অফিস আইডি।

(নারী সাংবাদিক এবং জাতিগত/আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংবাদিকদের আবেদন করতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে।)

প্রস্তুত করেছেন নিখিল চাকমা, প্রকল্প সমন্বয়কারী, MJF	**অনুমোদনকারী**
স্বাক্ষর:	**স্বাক্ষর:**

যে কোনো স্পষ্টীকরণ বা প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে তুহিন চাকমা (টেকনিক্যাল অফিসার-MJF)-এর সাথে যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ নম্বর: 01616334780

সংযুক্তি-১: PRLC প্রকল্প সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সংযুক্তি-২: ইচ্ছাপত্র (Expression of Interest) টেমপ্লেট

সংযুক্তি-১

PRLC প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

PRLC প্রকল্পের পটভূমি

পার্টনারশিপ ফর রেজিলিয়েন্ট লাইভলিহুডস ইন দ্য চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস (PRLC) প্রকল্পের পটভূমি

পার্বত্য চট্টগ্রাম (CHT) বাংলাদেশে অবস্থিত একটি বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও ভূ-প্রকৃতির অঞ্চল, যেখানে খাড়া পাহাড় ও সংকীর্ণ উপত্যকা রয়েছে, যা অনেক সময় দুর্গম ও সহজে পৌঁছানো যায় না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, রাঙামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি—এই তিনটি জেলায় উল্লেখযোগ্য দারিদ্র্যের হার বিদ্যমান; নবজাতক মৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে বেশি; মৌসুমি খাদ্য সংকট প্রায় ছয় মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়; এবং বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশনের অভাবে শিশুদের মধ্যে প্রতিরোধযোগ্য রোগ দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে জলবায়ু সহনশীল জীবিকা উন্নয়ন এবং ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা পার্বত্য চট্টগ্রামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, যা জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় মোকাবিলায় সহায়তা করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অতি দরিদ্র পরিবারের দারিদ্র্য হ্রাস এবং জীবিকা উন্নয়নের লক্ষ্যে MJF এবং UNDP ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে “পার্টনারশিপ ফর রেজিলিয়েন্ট লাইভলিহুডস ইন দ্য চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস (PRLC)” প্রকল্পে একসাথে কাজ করছে। এর প্রধান অগ্রাধিকারসমূহ হলো বাজারে প্রবেশাধিকার, জলবায়ু সহনশীল কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা জাল এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণ—বিশেষ করে লিঙ্গ সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি জীবিকা উন্নয়নের জন্য UNDP-এর Integrated Farm Management–Farmer Field School (IFM-FFS) মডেল ব্যবহার করছে, যা ২০১৭ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে Strengthening Inclusive Development in Chittagong Hill Tracts (SID-CHT) প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

এই প্রকল্পটি পার্বত্য চট্টগ্রামের ৮টি উপজেলা এবং ২৬টি ইউনিয়নে প্রায় ২০,০০০ পরিবার এবং প্রায় ৯৮,০০০ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করবে।

হস্তক্ষেপ এলাকা ও অংশীদারিত্ব: এই কার্যক্রম রাঙামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি জেলার ৮টি উপজেলা এবং ২৬টি ইউনিয়নজুড়ে বাস্তবায়িত হবে। এটি পার্বত্য চট্টগ্রামভিত্তিক ৯টি স্থানীয় সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জেলা	কার্যরত উপজেলা	কার্যরত ইউনিয়ন	সহযোগী সংস্থার নাম
রাঙ্গামাটি	সদর	বন্দুকভাঙ্গা, বালুখালী, মগবান	আশিকা ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েটস [আশিকা]
	বিলাইছড়ি	বিলাইছড়ি, ফারুয়া, কাংরাছড়ি	হিল ফ্লাওয়ার [হিল ফ্লাওয়ার]
	জুরাছড়ি	দুমদুম্যা, মৈদং	তঙ্গা [তঙ্গা]
	জুরাছড়ি	জুরাছড়ি সদর, বনযোগিছড়া	প্রগ্রেসিভ
বান্দরবান	থানচি	বলিপাড়া, রেমাক্রি, থানচি, তিন্দু	বলিপাড়া নারী কল্যাণ সমিতি [বিএনকেএস]
	লামা	গজালিয়া, লামা, সরই, ফাইতং	গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন [গ্রাউস]
	সদর	রাজভিলা, টংকাবতী	তাজিংডং [তাজিংডং]
খাগড়াছড়ি	গুইমারা	সিন্ধুকছড়ি, হাফছড়ি, গুইমারা সদর	অ্যাসিস্ট্যান্স ফর দ্য লাইভলিহুড অব দ্য অরিজিনস (এএলও)
	লক্ষ্মীছড়ি	বর্মাছড়ি, দুল্যাতলী, লক্ষ্মীছড়ি সদর	ত্রিনমূল উন্নয়ন সংস্থা [টিইউএস]

সার্বিক উদ্দেশ্য:
বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের (CHT) তিনটি জেলায় অতি দরিদ্র পরিবারগুলোর দারিদ্র্য হ্রাস এবং সহনশীল জীবিকা উন্নয়নে অবদান রাখা

PRLC প্রকল্পের সুবিধাভোগী ও স্টেকহোল্ডার দল:

প্রকল্পের সুবিধাভোগী ও স্টেকহোল্ডার গোষ্ঠী:
এই প্রকল্পটি এমন জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করার লক্ষ্য রাখে যারা সেবা ও সম্পদে প্রবেশাধিকার পেতে সংগ্রাম করে, যেমন অতি দরিদ্র (পুরুষ ৩০%, নারী ৬৭.৫%, তৃতীয় লিঙ্গ ০.৫% এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ২%)। এছাড়া ১০% যুবসমাজকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, পাশাপাশি নারী-প্রধান পরিবার, বয়স্ক, বিধবা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

স্টেকহোল্ডারসমূহ:
প্রকল্পটি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MoCHTA), পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ (CHTRC), তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ (HDCs); সংশ্লিষ্ট লাইন বিভাগ, স্থানীয় অভিজাত ও নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি—যেমন শিক্ষক, সার্কেল চিফ, কার্বারি, হেডম্যান, কমিউনিটি নেতা—এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার পরিকল্পনা করে। জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সাথে কাজ করা হবে।

প্রকল্পটি পার্বত্য চট্টগ্রামে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অগ্রগতির জন্য অংশীদারদের সক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ে নীতি সংলাপ আয়োজনের পরিকল্পনা করেছে। প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রয়েছে—MoCHTA, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MoCHTA-এর মাধ্যমে), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD), পরিকল্পনা কমিশন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, ঐতিহ্যবাহী নেতা ও নারী নেতৃত্ব, পার্বত্য চট্টগ্রামের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী ও বাঙালি উভয় সম্প্রদায়ের যুবসমাজ, এবং স্বেচ্ছাসেবক মধ্যস্থতা নেটওয়ার্ক।

প্রকল্পের ফলাফল ও প্রধান কার্যক্রম:

ফলাফল	মূল কার্যক্রমসমূহ
১. পার্বত্য চট্টগ্রাম (CHT) জেলার লক্ষ্যভুক্ত পরিবারগুলোর মধ্যে টেকসই জীবিকা ও আয়-উৎপাদন নিশ্চিতকরণ।	● জলবায়ু-স্মার্ট ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম ম্যানেজমেন্ট ফার্মার ফিল্ড স্কুল (IFM-FFS) গ্রুপ গঠন এবং FFS সেশন পরিচালনা করা। ● উদ্যোক্তা উন্নয়ন, উচ্চমূল্য ফসল ইত্যাদি বিষয়ে নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং ইনপুট সহায়তা প্রদান করা। ● কমিউনিটি-পরিচালিত বাজার সংগ্রহ কেন্দ্রগুলোর সহায়তা প্রদান এবং বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। ● লাইন বিভাগের সক্ষমতা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান, যুবসমাজের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং তাদের কর্মসংস্থান/চাকরি সংস্থানের ব্যবস্থা করা।
২. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতি দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য একটি উন্নত ও সুস্থ জীবনযাপনের লক্ষ্যে উন্নত ও টেকসই পুষ্টি চর্চা নিশ্চিতকরণ।	● মা ও শিশু (Maa ebong Sishu) ফোরাম গঠন, ছেলে ও মেয়ে কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে অ্যাডোলেসেন্ট ক্লাব গঠন এবং সচেতনতামূলক সেশন পরিচালনা করা। ● মানসম্মত খাদ্য প্রস্তুতির প্রদর্শনী, গৃহ পরিদর্শন, SAM ও MMM শিশুদের সহায়তা এবং গৃহস্থালি বাগান ও হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ● স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন করা এবং MAM শিশুদের জন্য খাদ্য প্যাকেজ প্রদান করা। ● জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন বিষয়ে জাতীয় সেমিনার আয়োজন করা।
৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও সরকারের পক্ষ থেকে সম্পদের বিনিয়োগ বৃদ্ধি	● দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা। ● পানি সংকটপূর্ণ এলাকায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা (Rainwater Harvesting System) স্থাপন করা।

নিশ্চিতকরণand population segments in the CHT districts	● সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্যবাহী নেতাদের সাথে জাতীয়/জেলা পর্যায়ের সংলাপ/সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন করা, যাতে সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি ও অন্যান্য সেবা গ্রহণ সহজ হয়। ● সামাজিক জবাবদিহিতা টুলস (Social Accountability Tools – SAT) পরিচিতি ও ব্যবহার চালু করা।
১. দরিদ্রবান্ধব নীতিমালার বাস্তবায়ন শক্তিশালীকরণ, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জন্য (UNDP কর্তৃক বাস্তবায়িত)	● পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য আইনসমূহের সমন্বয় সাধনে পার্বত্য জেলা পরিষদ (HDCs) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ (CHTRC)-কে সহায়তা প্রদান। ● পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনকে সহায়তা প্রদান। ● পার্বত্য চট্টগ্রামে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) বাস্তবায়নের জন্য অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা। ● সংঘাত নিরসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক মধ্যস্থতাকারী ফোরাম গঠন।

সংযুক্তি–২: ইচ্ছাপত্র (Expression of Interest – EoI) টেমপ্লেট

Expression of Interest

(আগ্রহ প্রকাশ পত্র)

(আপনি কেন এই ফেলোশিপে অংশগ্রহন করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তা নিম্নোক্ত প্রশ্ন মোতাবেক বিস্তারিত লিখুন)

১) আপনি বর্তমানে কোন পত্রিকার সাথে জড়িত আছেন ? এটি কি আঞ্চলিক / জাতীয় পত্রিকা ?

২) কত বছর ধরে আপনি সাংবাদিকতার সাথে জড়িত আছেন বিস্তারিতি বলুন ?

৩) আপনি কি এর আগে কখনো এই ধরনের ফেলোশিপ প্রোগ্রামের সাথে জড়িত ছিলেন ?

৪) আপনি কি আপনার জেলায় ToR এ উল্লিখিত যেকোন উপজেলায় কাজ করার মানসিকতা পোষন করেন ? ফিল্ড ভিজিটের (৭ দিন) সময় আপনি কি দুরবর্তী গ্রামে থাকতে পারবেন ?

৫) আপনি কেন এই ফেলোশিপ প্রোগ্রামের সাথে জড়িত হয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বিস্তারিত লিখুন ?

৬) এই ফেলোশিপ প্রোগ্রাম থেকে প্রকল্পের উপকারভোগীরা কিভাবে উপকৃত হবেন বলে আপনি মনে করেন ?

৭) সর্বোপরি এই ফেলোশিপ থেকে আপনি কিভাবে উপকৃত হবেন ?